ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বাংলা`েশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

Xাকা ।

১৮ মার্চ ২০০৩

বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৮ **তারিখ:---------------**

০৪ চৈত্র ১৪০৯

প্রধান নির্বাহী

বাংলা`েশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহো`য়,

বৃহ`াংক ঋণ প্র`ানের নীতিমালা প্রসংগে ।

ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৭(৩) ধারা বিলোপকরত: বৃহ`াংক ঋণ প্র`ানের ক্ষেত্রে বাংলা`েশ ব্যাংকের পূর্বানুমো`ন গ্রহনের আবশ্যকতা রহিত করা হয়েছে । এ প্রেক্ষিতে এত`্বিষয়ে ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল সার্কুলার বাতিলপূর্বক বৃহ`াংক ঋণ প্র`ানের ক্ষেত্রে উন্নততর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং ঋণের কেন্দ্রীভূতকরণ রোধকল্পে নিম্নোক্ত নীতিমালা (Prudential guidelines) অনুসরণ করার জন্য ব্যাংকসমূহকে নি`েশ `েয়া যাচ্ছে :

১।(ক) কোন ব্যাংক কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভূক্ত সংস্থাকে উক্ত ব্যাংকের মোট মূলধনের ১৫% বা ত`ূর্ধ্ব পরিমান মঞ্জুরীকৃত ঋণ বৃহ`াংক ঋণ হিসাবে গণ্য হবে ।

(খ) ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সীমা অনুযায়ী বৃহ`াংক ঋণ মঞ্জুর করতে পারবে :

নীট শ্রেণীকৃত ঋণের হার	মোট ঋণ ও অগ্রিমের সাথে বৃহ`াংক ঋণের সর্বোচ্চ নির্ধারিত হার
৫%	৫৬%
৫% এর বেশী কিন্তু ১০% পর্যন্ত	৫২%
১০% এর বেশী কিন্তু ১৫% পর্যন্ত	৪৮%
১৫% এর বেশী কিন্তু ২০% পর্যন্ত	৪৪%
২০% এর বেশী	৪০%

(গ) উপরে বর্ণিত বৃহ`াংক ঋণের সর্বোচ্চ হার নিরূপনের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্র`ত্ত বৃহ`াংক ঋণসমূহের অন্তর্ভূক্ত ঋণপত্র ও গ্যারান্টিসহ সব ধরণের পরোক্ষ ঋণসুবিধার ৫০ শতাংশ ঋণসমতুল (Credit equivalent) হিসাবে গণ্য হবে । তবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ঋণ এর পরিমাণ হিসাবায়নে পরোক্ষ ঋণসুবিধার সম্পূর্ণ অংশ ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণসুবিধার অন্তর্ভূক্ত হবে ।

২। (ক) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভূক্ত সংস্থাকে কোন ব্যাংক কোম্পানী তার মোট মূলধনের ২৫% এর বেশী প্রত্যক্ষ ঋণসুবিধা (Funded facilities) প্র`ান করতে পারবে না । এক্ষেত্রে, মোট মূলধন বলতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৩ ধারা মোতাবেক ব্যাংক কর্তৃক রক্ষিত মূলধনকে বুঝাবে।

(খ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভূক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন ব্যাংক কর্তৃক তার মোট মূলধনের ২৫% এর অতিরিক্ত পরোক্ষ ঋণসুবিধা (Non-funded facilities) যেমন: ঋণপত্র, গ্যারান্টি ইত্যা` প্র`ান করা যাবে; তবে কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঋণসুবিধার মোট পরিমান ব্যাংকের মোট মূলধনের ৫০% এর অধিক হবে না ।

(গ) যে সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর পাবলিক ইস্যুর পরিমাণ ৫০ শতাংশ বা ততোধিক সে সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গ্রুপভূক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে না ।

(ঘ) সরকারী গ্যারান্টির বিপরীতে প্র`ত্ত ঋণসুবিধার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না ।

(ঙ) যে সব ঋণসুবিধার বিপরীতে নগ` অর্থ ও নগ`ায়নযোগ্য জামানত (Encashable securities) রয়েছে সে সব ঋণসুবিধার ক্ষেত্রে রক্ষিত নগ` অর্থ ও নগ`ায়নযোগ্য জামানত যথা: এফডিআর, সঞ্চয়পত্র বা` `িয়ে নিরূপিত অর্থই প্রকৃত ঋণসুবিধা হিসাবে গণ্য হবে ।

৩।(ক) কোন খেলাপী ঋণগ্রহীতার অনুকূলে যাতে কোনরূপ ঋণ সুবিধা প্র`ান করা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃহ`াংক ঋণ মঞ্জুর, নবায়ন বা পুন:তফসিলিকরণের পূর্বে বাংলা`েশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো হতে গ্রাহক সম্পর্কে হালনাগা` ঋণ তথ্য সংগ্রহ করা ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক হবে ।

(খ) বৃহ`াংক ঋণ মঞ্জুর বা নবায়নের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষন পদ্ধতি (Lending Risk Analysis-LRA) অনুসরণ করতে হবে । ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষন ফলাফল "প্রান্তিক" হলে বৃহ`াংক ঋণ মঞ্জুর করা যাবে না; তবে, অন্যান্য শর্তাবলী অনুকূল থাকা সাপেক্ষে, ঋণ নবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে । কিন্তু ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষন ফলাফল "খারাপ" হলে বৃহ`াংক ঋণ মঞ্জুর বা নবায়ন কোনটিই বিবেচনাযোগ্য হবে না ।

(গ) বৃহ`াংক ঋণ মঞ্জুর বা নবায়ন প্রস্তাব বিবেচনাকালে, অন্যান্যের মধ্যে, অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে `ায়-`েনার পরিস্থিতি পর্যালোচনার ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতার সামগ্রিক ঋণ পরিশোধের সামর্থ বিবেচনা করতে হবে।

(ঘ) ঋণগ্রহীতা আবে`নকৃত ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতার নগ` প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement), নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, আয় বিবরণী ও অন্যান্য আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যাংক পর্যালোচনা করে `েখবে ।

(ঙ) বাংলা`েশের বাইরে নিবন্ধিত ব্যাংক ব্যতীত সকল ব্যাংকের ক্ষেত্রে বৃহ`াংক ঋণ মঞ্জুর, নবায়ন বা পুণ:তফসিলীকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষ` কর্তৃক অনুমো`িত হতে হবে । পর্ষ` ঋণ প্রস্তাব অনুমো`নকালে, অন্যান্যের মধ্যে, উপরোক্ত বিধানাবলী পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে ।

৪। ইতোমধ্যে বাংলা`েশ ব্যাংকের অনুমো`নক্রমে প্র`ত্ত উপরোক্ত ১ নং অনুচ্ছে` বর্ণিত ঋণসীমার অধিক অংকের ঋণসমূহ প্রয়োজনবোধে অন্য ব্যাংকের অংশগ্রহনের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাংক নির্ধারিত সীমার মধ্যে নামিয়ে আনতে প`ক্ষেপ গ্রহন করবে । চলতি ঋণ ও মেয়া`ী ঋণ যথাক্রমে ৩০ জুন, ২০০৪ এবং ৩০ জুন ২০০৫ এর মধ্যে উপরোক্ত ১ নং অনুচ্ছে` বর্ণিত ঋণসীমায় নামিয়ে আনতে হবে ।

৫। ব্যাংকসমূহ বৃহ`ৎাংক ঋণের ত্রৈমাসিক বিবরণী নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী ১০ ি নের মধ্যে বাংলা`েশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিচালনা ও উন্নয়ন বিভাগে `াখিল করবে ।

6। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্র`ত্ত ক্ষমতাবলে এই সার্কুলার জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

পরিচালক`ের অবগতির জন্য এ সার্কুলার পরিচালনা পর্ষ`ের পরবর্তী সভায় উপস্হাপনের জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ `েয়া যাচ্ছে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনা`ের বিশ্বস্ত,

(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
উপ মহাব্যবস্হাপক
ফোন: ৭১২৫৮৪৪